উপমহাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যক হাসান আজিজুল হক…



উপমহাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যক হাসান আজিজুল হক আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সোমবার (১৫ নভেম্বর) রাত সোয়া ৯টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) অদূরে বিশ্ববিদালয় হাউজিং সোসাইটিতে (বিহাস) নিজ বাসভবন ‘উজান’ এ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি এক ছেলে ও তিন মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

দেশের বরেণ্য এই লেখক দীর্ঘদিন ধরে হৃদযন্ত্রের সমস্যার বাইরেও ফুসফুসে সংক্রমণ, ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতাসহ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। সর্বশেষ তার শারীরিক অবস্থার অবণতি হলে গত ২১ আগস্ট এয়ার অ্যাম্বুলেন্সযোগে রাজশাহী থেকে তাকে ঢাকার জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছিল। সেখানে বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর গত ৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহীতে নিয়ে আসা হয়। তারপর থেকে নিজ বাড়িতেই তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন।

আমরা মহান এই লেখকের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

হাসান আজিজুল হক ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে দর্শন শাস্ত্রে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৩ থেকে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে অধ্যাপনা করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩১ বছর শিক্ষকতার পর ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অবসর নেন।

হাসান আজিজুল হক উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী রচনা লিখে দেশের সাহিত্যাঙ্গনে নিজের অবস্থান মজবুত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরে যাওয়ার পর থেকেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে বিশ্ববিদালয় হাউজিং সোসাইটিতে (বিহাস) নিজ বাড়ি ‘উজান’এই বসবাস করতেন তিনি। বেশিরভাগ সময় লেখালেখি নিয়ে মগ্ন ছিলেন হাসান আজিজুল হক।

   (সংগৃহীত)